



Assignment Name: শ্রী চৈতন্য দেব

Submitted by

Name: Mosroor Mofiz Arman

ID: 1921079642

Course Code: BEN205

Course Title: Bengali language and Literature

Section: 08

Submitted to

Faculty name: Dr. A. S. M. Abu Dayen

Submission Date: 17 September, 2020

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০

ড. এ. এস. এম. আবু দায়েন,
অনুষদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়,
বসুন্ধরা, ঢাকা।

বিষয়: শ্রী চৈতন্য দেব সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

জনাব,

আমি আপনার আদেশানুসারে BEN205 কোর্সের শ্রী চৈতন্য দেব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

শ্রী চৈতন্য দেব

শ্রী চৈতন্য দেব ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এবং পূর্ব ও উত্তরভারতের এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু, যিনি বৈষ্ণব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চার বড় পৃষ্ঠপোষক। তিনি ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ায় অন্তর্গত নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন উড়িষ্যার জাজপুরের আদি বাসিন্দা। তাঁর পিতামহ মধুকর মিশ্র উড়িষ্যা থেকে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন। শ্রী চৈতন্যদেবের প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। তাঁর গাত্রবর্ণ স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলে তাঁকে গৌরাঙ্গ বা গৌর নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু তাঁকে ছোটবেলা থেকে সবাই নিমাই পণ্ডিত বলে ডাকত। তিনি কৃষ্ণ চৈতন্য নামেও পরিচিত। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার মনে করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মোপাসনার কেন্দ্রীয় বিষয় হল রাধা ও কৃষ্ণ এবং তাদের বিভিন্ন দৈব অবতারকে স্বয়ং ভগবান বা সর্বোচ্চ ঈশ্বর রূপে পূজা করা। এই

ধর্মের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হল ভক্তি। এই মতের আরাধনা এক বিশিষ্ট অঙ্গ হল গুরু প্রদত্তগোপাল মন্তররাজএর গোপনীয় জহ সহ হরে কৃষ্ণ,হরে রাম ও শ্রীহরির নানা নাম জপ এবং মৃদঙ্গ ও করতাল সহকারে সঙ্কীর্তন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই মতের গুরুমন্ত্র শ্রীহরি চতুরানন ব্রহ্মা প্রদান করেছিলেন এবং তাহার থেকে এই জগতে তার প্রসার হয়। সেই কারণে এই সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-মাধব-গৌড়েশ্বর বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও বলা হয়। করেন। বৈষ্ণব বংশ পরম্পরার পঞ্চম পর্যায় অর্থাৎ গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁর, যা বর্তমানে উত্তর ভারত ও বাংলাদেশের বৈষ্ণব সমাজের ধর্মজীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। শ্রী চৈতন্য দেবের জীবনসাহিত্য নিয়েই বৈষ্ণবপদাবী তৈরি, যা মধ্যযুগের গীত কবিতা নামে পরিচিত।

বিষ্ণু পন্ডিতের কাছেই শ্রী চৈতন্য দেবের হাতেখড়ি দেন। জপ ও কৃষ্ণের নাম কীর্তনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে ছেলেবেলা থেকেই বজায় ছিল, তা জানা যায় তাঁর জীবনের নানা কাহিনি থেকে। কিন্তু তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্ঞানার্জন। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তিনি গঙ্গা দাসের সংস্কৃত টোলে যান। সেখানকার ঐতিহ্য তাঁকে বড় পন্ডিত হিসেবে গড়ে। বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই লোকজনকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

চৈতন্যের জীবনের প্রথমার্ধ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে অতিবাহিত হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি ভারতের সকল তীর্থ ভ্রমণ করেন, তারপর ফিরে আসেন উড়িষ্যায়, যেখানে শুধু ব্রজ অঞ্চলে একটি সংক্ষিপ্ত সফর বাদ দিয়ে তাঁর জীবনের বাকি সময় স্থায়ীভাবে কাটান। পুরীতে বাসকালে তিনি ক্রমশ জড়ো হওয়া বহু সংখ্যক

পণ্ডিত, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, এমনকি প্রজাপতি রাজা প্রতাপ রুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। বাংলার ভক্তবৃন্দ তাঁকে ধরাধামে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ কৃষ্ণ হিসেবে জ্ঞান করে প্রতিবছর তাঁর কাছে আসত।

স্থানীয় পণ্ডিত বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য দেবের বিয়ের অল্প দিন পরেই তিনি তাঁর নিজের টোল খোলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ববঙ্গে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে যান। যখন তিনি পূর্ববঙ্গে ভ্রমণরত তখন তাঁর তরুণী স্ত্রী সাপের কামড়ে মারা যান। ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যে তিনি স্থানীয় পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াস সঙ্গে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে যুবক চৈতন্য তাঁর মৃত পিতার পিণ্ড দানের জন্য গয়া তীর্থে যান। সেখানে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে বিশ্বস্তর একাকী সাক্ষাৎ করেন এবং সে সাক্ষাতের পর তিনি কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনায় শিহরিত এবং চিরদিনের জন্য রূপান্তরিত এক নতুন মানুষরূপে উদ্ভূত হন। এই ঘটনা চৈতন্যের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় প্রত্যাভর্তন করার পর পণ্ডিত থেকে ভক্ত রূপে তাঁর অপ্রত্যাশিত মন পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য হয়ে যান। অনতিবিলম্বে চৈতন্য নদিয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক অগ্রণী নেতায় পরিণত হন।

গয়া থেকে ফিরে, চৈতন্য দেব নবদ্বীপের ভক্তিকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। সেখানে তাঁর ব্যক্তি আকর্ষণ কৃষ্ণ ভক্তের একটি ক্ষুদ্র দলকে প্রবলভাবে উজ্জীবিত করে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বিহবলতার এমন এক উন্মাদনা সৃষ্টি হয় যে, ভক্তি ভাবাবেশে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতি আরও বাড়তে থাকে এবং তাঁকে টোল বন্ধ করে দিতে হয়। শান্তিপুরের অতি শ্রদ্ধেয় ভক্ত পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যের মধ্যে দেবতার লক্ষণ দেখতে শুরু করেন। এ স্বীকৃতিসহ, মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত বৃন্দ নাচ-গানের আসর, যা কীর্তন নামে পরিচিত। শীঘ্রই কীর্তন নৈশকালীন কর্মসূচিতে পরিণত হয়। ভক্তরা চৈতন্যের প্রতিবেশী প্রখ্যাত শ্রীবাসের বাড়ির উঠানে সমবেত হতে থাকে। অবধূতী মার্গের সন্ন্যাসী

নিত্যানন্দ এ অনুগামী ভক্তের দলে যোগ দেন এবং বছরের কোন এক সময় প্রখ্যাত ভক্তবৃন্দ, যেমন নরহরি সরকার, গদাধর ও চৈতন্যের প্রথম চরিতকার মুরারি গুপ্তকে অর্ন্তভুক্ত করে মূল বৈষ্ণব সমাজ গঠিত হয়। বৃন্দাবন দাসের সুবৃহৎ গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত বিশ্বম্ভরের ভগবদ্ভক্তির তাড়িত প্রভাবের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এতে আরও দেখা যায়, ওই দলবদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উন্মাদনার প্রকাশ। সে লক্ষণগুলি ছিলো রোদন, স্বেদনির্গমন, মূর্ছা, অউচিৎকার এবং আরও অনেক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, যেগুলি মৃগীরোগগ্রস্ত মানুষের বিকারের অনেকটাই কাছাকাছি। এ বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পরবর্তীকালে সত্যিকারের ভক্তির অনিয়ন্ত্রিত লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। কীর্তনের আসরগুলির আপাতভাবে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল বলে মনে হয়, বিশেষ করে কীর্তন যখন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে; অন্তত স্থানীয় কাজির সঙ্গে বিবাদের একটি ঘটনায় এবং অন্যটি দেবীর উপাসক স্থানীয় শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে। সম্ভবত এসব আশঙ্কার কারণে বিশ্বম্ভর অনতিবিলম্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, যারা সামাজিকভাবে একে ধ্বংসকারিরূপে দেখেছিলো তারা তাঁর আরাধনাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেনি। তাই ভক্তি মাহাত্ম্য বজায় রাখার জন্য তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবেন বলেও ঘোষণা দিয়েছিলেন।

গুরু কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসব্রতের দীক্ষা পেয়ে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সী চৈতন্য নিকটবর্তী কাটোয়া শহরে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁর নতুন ধর্মীয় নাম হয় কৃষ্ণচৈতন্য, যিনি পৃথিবীকে কৃষ্ণ সম্পর্কে অবহিত করিয়েছিলেন। তাই কৃষ্ণচৈতন্য নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর মা শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং শোকাতুরা জননী তাঁর কাছ থেকে এ শপথ আদায় করে নিয়েছিলেন যে, চৈতন্য পুরীতেই বাস করবেন। নিত্যানন্দ ও অন্যান্যদের নিয়ে চৈতন্য ঈশ্বরোন্মাদ দশায় ওই শহরের দিকে যাত্রা করলেন। পুরী ছিল গজপতি রাজাদের রাজধানী। এটি ছিল পূর্ব ভারতে বৈষ্ণবদের সর্বশেষ প্রধান ঘাঁটি এবং ভাই বলরাম ও বোন সুবলাসহ দারুণক্ষ জগন্নাথ দেবের মহান দারুণমূর্তির

ধাম। নগরে প্রবেশের পরপরই চৈতন্যের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ হলো মূলত নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যন্যায় পণ্ডিত প্রখ্যাত বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরকরণ। এ সুকীর্তি চৈতন্য ও তাঁর অনুসারী ভক্ত দলের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করেছিল এবং সুস্পষ্টভাবে রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর পরে তাঁর আরও কৃতিত্ব ছিল আরেক বড় পণ্ডিত প্রকাশানন্দকে ধর্মান্তরকরণ। একজন সঙ্গীকে নিয়ে চৈতন্য পুরী ত্যাগ করে দক্ষিণে কমরীণ অন্তরীপের শেষ মাথায়, তারপর পশ্চিম উপকূলে এবং মধ্য ও উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণে যান। কলিঙ্গে তিনি সাহচর্য লাভ করেন বিখ্যাত ভক্ত পুরুষ ও রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায়ের। রামানন্দ রায় চৈতন্যের মধ্যে শুধু কৃষ্ণ হিসেবে দেবত্ব দেখতে চান নি, বরং চৈতন্যকে মিলনে-বিরহে রাধাকৃষ্ণের একক সত্তারূপে অনুভব করেছিলেন। এ ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটিই আজ পর্যন্ত বৈষ্ণব ঐতিহ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পুরীতে ফিরে এসে তিনি আবার বৃন্দাবনে যান। পথিমধ্যে দুই অনন্যসাধারণ ভক্ত রূপ ও সনাতনকে দীক্ষা দেন। রূপ ও সনাতন কিছুকাল আগেও বাংলার সুলতান হোসেন শাহের দরবারে কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ভক্ত দলে যোগদানের জন্য পালিয়ে আসেন। পরে তাঁরাই চৈতন্যের দীক্ষামন্ত্রকে ব্রজকেন্দ্রিক গোস্বামী কুলের দ্বারা বিকশিত গৌড়ীয় ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে রূপ দেন। ব্রজধামে থাকাকালে চৈতন্য কৃষ্ণবতারে ধরাধামে আগমনের বিস্তৃত স্থানগুলি চিনতে পারেন। তীর্থকেন্দ্র হিসেবে ব্রজের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে এবং মন্দির স্থাপন করে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে তিনি তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন। যখন তিনি পুরীতে ফিরে আসেন তখন বাংলার ভক্তরা জগন্নাথের প্রায় বিশটি বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবের প্রথমটির আয়োজন করেছিল। চৈতন্য আরও একবার বৃন্দাবন তীর্থে যেতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে পুরীতে ফিরে আসেন এবং বাকি জীবন তিনি কখনও আর পুরী ছেড়ে যান নি।

পুরীতে কাশীশ্বর মিশ্রের দেওয়া একটি অপরিসর অঙ্গনে তিনি বাস করতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দির দর্শন এবং ভক্তবৃন্দের সাথে কীর্তন, কৃষ্ণনাম জপ, ভাগবত পুরাণ শোনা ও বর্ণনা করা এবং জয়দেব এর গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য রচনা থেকে গান গাওয়ার জন্য তিনি বের হতেন। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে আষাঢ় মাসে মাত্র ৪৮ বছরে চৈতন্যের মহাপ্রয়াণ হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবরণ জানা যায় নি। কারণ, ধর্মপ্রাণ ভক্তের বিবেচনায় তাঁর মৃত্যু হয় নি, তিনি শুধু স্বর্গে ফিরে গেছেন।

ভক্তিদর্ম প্রসঙ্গে মাত্র আটটি সংস্কৃত শ্লোক রেখে গেলেও কৃষ্ণচৈতন্য একজন মহান ধর্মসংস্কারক ও অবতাররূপে বাংলা ও ভারতের সর্বত্র শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ। এর মূলে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈতন্য প্রবর্তিত মতের গভীরতম শিহরণমূলক ও মননগত সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা। শ্রী চৈতন্য দেবের জীবনকাহিনী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছে। প্রথমত, আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মূর্ত প্রকাশরূপে এবং দ্বিতীয়ত, ভক্তির আদর্শ হিসেবে। কারণ, তাঁর শিক্ষা ও ব্যক্তিগত আদর্শই ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় আচারাতির মৌলিক নীতিসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং বর্তমানে সেগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রাধান্য লাভ করেছে। ষোল শতকে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় আড়াই লক্ষেরও বেশি চরণে রচিত পুঁথিগুলিতে তাঁর কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এসব বিবরণে বিধৃত ঐতিহ্য তাঁর জীবনের মূল রূপরেখার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রতিবেদকের নাম: মসরুর মফিজ আরমান, 1921079642, BEN205, Section: 08.

প্রতিবেদনের শিরোনাম: শ্রী চৈতন্য দেব

প্রতিবেদন তৈরির সময় ও তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সূত্র:

<https://bn.vikaspedia.in/education/9b69bf9b69c1-9859999cd9979a8/9959c7995-99c9a8-9969cd9af9be9a49a89be9ae9be-9859959be9b29aa9cd9b09be9a4-9ac9cd9af9959cd9a49bf9a49cd9ac/9b69cd9b09c099a9c89a49a89cd9af/99a9c89a49a89cd9af-99c9c09ac9a89959a59be>

<https://www.nilkantho.in/chaitanya-mahaprabhu/>

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%9A%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AD%E0%A7%81

<https://www.facebook.com/223173231500934/posts/230591984092392/>

<https://sanatanpandit.com/shri-chaitanya-mahaprabhu-biography-in-bengali/>